দামুড়হুদায় গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী দড়িটানা খেলা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় হয়ে গেলো গ্রাম-বাংলার ঐহিত্যবাহী দড়িটানা খেলা। উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা গ্রামে এ খেলার আয়োজন করা হয়। গ্রামের পশ্চিমপাড়া যুবসংঘের আয়োজনে শনিবার দিনব্যাপি গ্রামসংলগ্ন ভৈরব নদের তীরে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ঐতিহ্যবাহী এ খেলা দেখতে হাজারো মানুষের ঢল নামে কার্পাসডাঙ্গা গ্রামে।

আয়োজকরা জানান, খেলায় মোট ৮টি দল অংশ নেয়। শনিবার সকাল থেকে কার্পাসডাঙ্গা গ্রামের তিনটি দল, জগন্নাথপুর গ্রামের দুটি দল এবং গচিয়ারপাড়া, কোমরপুর ও আনন্দবাস গ্রামের একটি করে দল খেলায় অংশ নেয়।

শনিবার বিকালে এ সংবাদ লেখা পর্যন্ত খেলা চলমান ছিলো। আয়োজনরা জানান, খেলায় চ্যাম্পিয়ন ও রানারআপ দলকে পুরষ্কার হিসেবে একটি করে ছাগল প্রদান করা হবে।

ঘন কুয়াশায় ঢাকা চুয়াডাঙ্গা শহর,দেখা মেলেনি সূর্যে

শনিবার সারাদিন ঘন কুয়াশায় ঢেকে ছিলো চুয়াডাঙ্গা। সকাল থেকে তীব্র কুয়াশার কারণে সড়কে যানবাহন চলছে ধীর গতিতে। সব যানবাহনই হেডলাইট জালিয়ে চলাচল করছে। কুয়াশার কারণে দৃষ্টিসীমা ছিলো মাত্র ২০০ মিটার।

চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিস শনিবার সকাল ৯টায় জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করেছে ১৪ দশমিক শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস। কুয়াশা থাকলেও শীত আছে। শীতে নিম্ন আয়ের মানুষদের কষ্ট পেতে হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা বড় বাজারের কুল ব্যবসায়ী হযরত আলী বলেন, খুবই কুয়াশা। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ক্রেতা নেই। কুল বিক্রি করতে পারছি না। ৬০ টাকার কুল ২০ টাকাতেও কেউ কিনছে না।

চুয়াডাঙ্গা বড় বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনতে আসা শহরের গুলশানপাড়ার ইদ্রিস আলী বলেন, কুয়াশার কারণে শহরের মধ্যেও চলাচল করা যাচ্ছে না। সকাল ৯টার সময়ও কুয়াশার কারণে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

চুয়াডাঙ্গা শহরের ভ্যান চালক আব্বাস মন্ডল জানান, ভোরে তিনি শহরের শহীদ হাসান চত্বরে এসে দেখেন কুয়াশায় চারদিক ঢাকা। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। একইভাবে কুয়াশা আছে সারাদিন। শহরে লোকজন কম। যাত্রী নেই। কোনো আয় হয়নি তার।
শহর ঘুরে দেখা গেছে, সকাল থেকে ঘন কুয়াশায় ঢাকা চুয়াডাঙ্গা। শহরের প্রধান সড়কগুলোতে ধীর গতিতে যানবাহন চলাচল করতে দেখা গেছে। বেশিরভাগ যানবাহন চলাচল করেছে হেডলাইট জ্বালিয়ে।

চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রকিবুল হাসান জানান, ঘন কুয়াশার কারণে সকাল ৯টায় চুয়াডাঙ্গার দৃষ্টিসীমা ছিলো ২০০ মিটার। সারাদিন সূর্য দেখা যায়নি।

ঝিনাইদহে ট্রাকচাপায় দুই যুবক নিহত

ঝিনাইদহের সদর উপজেলায় ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই যুবক নিহত হয়েছেন। শনিবার (১৪ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়কের কয়ারগাছি এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন-কালীগঞ্জ উপজেলার ষাটবাড়িয়া রবিউল ইসলাম মনিরের ছেলে শাকিল হোসেন (২০) ও একই গ্রামের মিটুল বিশ্বাসের ছেলে রাকিব বিশ্বাস (২০)। তারা দুইজন ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল এলাকায় ওষুধ ফার্মেসিতে কাজ করতো।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল এলাকায় একটি ফার্মেসিতে কাজ করতেন শাকিল ও রাকিন। আজ সকালে মোটরসাইকেলে কালীগঞ্জ থেকে ঝিনাইদহে যাচ্ছিলেন তারা। ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়কের কয়ারগাছি এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা ইটবোঝাই ট্রাক তাদের চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই দুই জনের মৃত্যু হয়।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, দুই জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। ঘাতক ট্রাক শনাক্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নীতি ও নৈতিকতার শিক্ষা প্রাথমিক থেকেই শিশুরা পেয়ে থাকে —- প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি

মেহেরপুরে রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়গেুলার জাতীয়করণের ১০ম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

গতকাল শুক্রবার বিকালে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ সমিতি মেহেরপুর মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি মোঃ কমর উদ্দিনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফারহাদ হোসেন এমপি।

এসময় তিনি বলেন, একটি শিশুর লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার অবদান সব থেকে বেশি। নীতি ও নৈতিকতার অনেক বিষয়ে আছে যেগুলো প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে ছোট্ট শিশু মনে কিভাবে তৈরি করতে হয় আপনারা তাদেরকে সে শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

কিভাবে বড়দের সম্মান করতে হয়, কিভাবে কথা বলতে হয়। বাবা মায়ের হক কি আছে, বাবা মার সাথে কথা কিভাবে বলতে হয়। একই সাথে ইতিহাসের কিছু বিষয় ও জীবনে যারা সফল হয়েছে তাদের জীবন কেমন ছিলো এবং লেখাপড়ার বিষয়ে ব্যাপকভাবে আগ্রহ করে গড়ে তোলাই কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ রাফিউল আলম পিপিএম, স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক মৃধা মোহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ভূপেশ রঞ্জন রায়, বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ মেহেরপুরের সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, বাংলাদেশ প্রাথমিক কল্যাণ সমিতি মেহেরপুর জেলা শাখার সেক্রেটারি হাবিবুর রহমান হাবিব। সঞ্চালনা করেন কুতুবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোখলেসুর রহমান। আলোচনা সভায় মেহেরপুর প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ সমিতির শিক্ষকরা অংশ নেন।

দর্শনায় সাধারন সম্পাদক প্রার্থী নফরের সাংগঠনিক কার্যালয়ের শুভ উদ্ধোধন

দর্শনায় কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারন সম্পাদক প্রার্থী জয়নাল আবেদীন নফরের সাংগঠনিক কার্যালয়ের শুভ উদ্ধোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকাল ৪ টায় দর্শনা কেরুজ পৃজা মন্দিরের পাশে এ সাংগঠনিক কার্যালয়ের শুভ উদ্ধোধন অনুষ্টিত হয়।

এ উদ্ধোধন অনুষ্ঠানে দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোম্পানির ডিষ্টিলারী বিভাগের ফিটার আনারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন দর্শনা কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারন সম্পাদক পদপ্রার্থী জয়নাল আবেদীন নফর, তিনি বলেন আমি নতুন প্রার্থী হলেও সকলে আমাকে চেনেন বা জানেন। আপনারা আমাকে নির্বাচিত করলে

শ্রমিকদের স্বার্থে যা,যা করার দরকার আমি তাই করবো। এ মিলে নিয়োগ প্রক্রিয়া ফিরিয়ে আনবো এবং এ মিলের শ্রমিকরা বহুদিন ধরে চুক্তি ভিত্তিক হিসাবে কাজ করছে তাদের চাকুরী স্থায়ী করনের ব্যাবস্থা করবো। আমি ক্ষমতায় এলে শ্রমিকদের সবসময় পাশে থাকার চেষ্টা করবো।

এ সময় পরিবহন বিভাগের ইয়াসির আরাফাত মিলনের উপস্থাপনায় শ্রমিকদের মধ্যে বক্তব্যে রাখেন, বিদুৎ বিভাগের মনিরুল ইসলাম ঝন্টু, কেরু বিভাগের সুপার ল্যাবের সোলাইমান কবির, পরিবহন বিভাগের সাবেক মেম্বার বাবুল আক্তার, পরিবহন বিভাগের সানোয়ার হোসেন, পরিবহন বিভাগের সাইফুল ইসলাম হুকুম, পরিবহন টারবাইনের আব্দুল হান্নান, পরিবহন বিভাগের ওয়েল্ডার সাগর হোসেন, আব্দুল মজিদ, ইক্ষু বিভাগের জুলহাস, ফার্মের করনিক রশিদুল, আকরাম হোসেন, খদিমুল বাসার শাবান, ইলেকট্রিশিয়ান আব্দুল করিম, সাবেক সহসভাপতি অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক ফারুক আহম্মেদ, প্রমুখ।

জীবননগরে শীতার্থ মানুষের মাঝে উদ্দীপন এনজিওর কম্বল বিতরণ

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার আন্দুলবাড়িয়ায় বেসরকারি সামাজিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান উদ্দীপন (এনজিও) শীতার্থ মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করেছে।

শুক্রবার (১৩ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৪ টায় সংস্থার স্থানীয় কার্যালয়ে এই কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্দীপন এনজিওর আন্দুলবাড়িয়া শাখা ব্যবস্থাপক আল আসমাউল হুসনার সঞ্চালনায় কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রতিষ্ঠানের দর্শনা আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক (আরএম) বিপ্লব কুমার পোদ্দার।

দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় কাতর চুয়াডাঙ্গার জীবননগরের আন্দুলবাড়িয়া গরীর অসহায় দুস্থ মানুষ এসব মানুষ কস্বল পেয়ে খুব

খুশি ও আনন্দিত হয়ে উদ্দীপন এনজির প্রতিকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

প্রতিবন্দী হয়েও এগিয়ে চলেছেন কোটচাঁদপুরের আরাফাত মাল্লিক

হাতের আঙ্গুল না থাকায় দুই হাত দিয়েই লিখতে হয় আরাফাত মল্লিক(১১)কে। এরপরও ক্লাসে সব সময় প্রথম হয়েছেন সে। লেখা-পড়া করে জীবনে সরকারি বড় কর্মকর্তা হবার ইচ্ছে তাঁর। আরাফাত কোটচাঁদপুর উপজেলার বলুহর নন্দী পাড়ার আলামিন মল্লিকের ছেলে।

আরাফাত মল্লিকের পিতা আলামিন মল্লিক বলেন,জন্মের দিনই বুঝতে পেরে ছিলাম আরাফাত শারিরীক প্রতিবন্দী। ওই অবস্থায় দেখার পর প্রথমে কিছুটা মন খারাপ হয়েছিল। তবে ভেঙ্গে পড়িনি। বিশেষ করে তাঁর মা ছিলেন আরো শক্ত অবস্থায়। আর সব সবার সন্তানের তুলনায় আরাফাতকে একটু আলাদা ভাবেই বড় করতে হয়েছে আমাদের।

তিনি বলেন, আরাফাত একটু বড় হয়ে স্কুল যাওয়ার মত হলে,তাকে বলুহর দক্ষিণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। ওই সময় শুধু আরাফাতের রোল হয় একটু বেশি।

এরপর থেকে সে কোন দিন ২ নাম্বার হন ক্লাসে। এরজন্য অকান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁর মা সেলিনা খাতুন। আজ তাঁর বয়স ১১ বছর। বর্তমানে সে কোটচাঁদপুর সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৬ষ্ট শ্রেনীর ছাত্র। সে ৫ম শ্রেনীতে বৃত্তি পরিক্ষাও অংশগ্রহণ করেছেন। আরাফাত বৃত্তি পাবেন বলে জানিয়েছেন আমাকে।

তিনি আরো বলেন,কাজের ফাঁকে একদিন আরাফাত আমাকে জিজ্ঞাসা করেন,বাবা সরকারি বড় পদ কি।আমি ওই সময় তাকে বলেছিলাম,জেলা প্রশাসক,এসপি,ইউএনও। ওই সময় সে আশা প্রকাশ করে ছিল সরকারি বড় কর্মকর্তা হওয়ার।

আলামিন মল্লিকের দুইটি সন্তান। এরমধ্যে আরাফাত মল্লিক বড় আর ছোট মেয়ের বয়স ৯ মাস।

জানা যায়,আলামিন মল্লিক বিএ পাস আর তার মা সেলিনা খাতুন এসএসসি পাস। তারা শিক্ষিত হয়ে ও কোন চাকুরী না করে,পিতা আলামিন মাঠে কৃষি কাজ বেচে নিয়েছেন। আর মা সেলিনা খাতুন গৃহিনী। তারা ছেলে মেয়েদের মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তুলে নিজেদের ইচ্ছে পূরন করতে চান।

আরাফাত মল্লিক বলেন,ছোট বেলা থেকে দুই হাতে লিখে অভ্যাস হয়ে গেছে। তেমন কোন সমস্যা হয় না।সবার মত লিখতেও পারি। বড় হয়ে কি হতে চাও এমন প্রশ্নে,সে বলেন,লেখা পড়া শিখে সরকারি দপ্তরের বড় কর্মকর্তা হতে চাই।

গার্ড অব অনার কী মুড়ির মোয়া?

কম্বল বিতরণের অনুষ্ঠানে এক দাতা নারীকে গার্লস ইন গাইড সদস্যদের দিয়ে গার্ড অব অনার প্রদান করায় সমালোচনার মুখে পড়েছেন প্রশিক্ষক মিজানুর রহমান। একই সঙ্গে বিতর্কের মুখে পড়েছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানও। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষক মিজানুর রহমানকে প্রতিষ্ঠান থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়েছে।

গত বুধবার বিকালে মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। প্রতিষ্ঠান প্রধান দাবী করেন, এ অনুষ্ঠানের তার কোন অনুমতি নেওয়া হয়নি বা তিনি কিছুই জানেন না। তবে অনুষ্ঠানে দেখা গেছে প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা ওই অনুষ্ঠানে সহযোগীতা করেছেন।

শীতবস্ত্র বিতরণের মত একটি অনুষ্ঠানে বস্ত্রদাতা নারীকে গার্ড অব অনার প্রদানকে ঘিরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চলছে সমালোচনার ঝড়। কেউ লিখেছেন, বিশেষ কোন অনুষ্ঠান ছাড়া গার্ড অব অনার প্রদান করা উচিত হয়নি। কেউ লিখেছেন কম্বলের নিচে গার্ড অব অনার বন্দি, কেউ লিখেছেন একজন বিতর্কিত নারীকে কেন গার্ড অব অনার প্রদান করা হলো। আর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানের সমালোচনা করতেও ছাড়েননি নেটিজেনরা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ছাড়াও মেহেরপুরের বিভিন্ন সংগঠনের সংগঠকরা মেহেরপুর প্রতিদিনকেও তাদের সংক্ষুব্ধতার কথা জানান।

একটি ফেসবুক পেজে লাইভ ভিডিওতে দেখা গেছে, মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের অর্ধশত গার্লস ইন গাইডের মেয়ে ওই নারীকে বিদ্যালয়ের প্রধান ফটক থেকে অভিভাদন দিয়ে ক্যাম্পাসের ভিতরে নিয়ে আসছেন। পরে রাষ্ট্রিয় গার্ড অব অনারের মত করে তাকে গার্ড অব অনার প্রদান করে এবং প্যারেড পরিদর্শন করেন। পরে তিনি মেয়েদের মাঝে শীতবস্ত্র উপহার হিসেবে সোয়েটার ও কম্বল বিতরণ করেন।

এ ব্যাপারে মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যক্ষ আখতারুজ্জামান বলেন, প্রতিষ্ঠানের চুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষক মিজানুর রহমান প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ার পরে আমাদের বিনা অনুমতিতে মেয়েদের দিয়ে একজন নারীকে গার্ড অব অনার প্রদান করেছেন। যা নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়েছে। এর সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন সম্পর্ক নেই।

তিনি বলেন, তিনি যেহেতু মৌখিকভাবে চুক্তিভিত্তিক প্যারেড প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতেন। সে হিসেবে মৌখিকভাবে তাকে বিদ্যালয়ে আসতে নিষেধ করা হয়েছে। যেহেতু এ ধরণের একটি কাণ্ড তিনি ঘটিয়েছেন, যার কারণে এতে করে যদি আগামী ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে প্যারেডে আমাদের প্রতিষ্ঠান অংশ নিতে নাও পারে, তাতেও তাকে আর প্রতিষ্ঠানে আসতে দেওয়া হবে না।

মেহেরপুর জেলা স্কাউটসের সাধারণ সম্পাদক শরিফুজ্জামান বলেন, স্কাউটসে এ ধরণের গার্ড অব অনার প্রদানের কোন বিধান নেই। তারপরও মিজানুর রহমান গার্লস গাইড মেয়েদের দিয়ে এ ধরণের কাজ করেছেন। বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ পেলে জেলা প্রশাসক স্যারের সাথে আলাপ করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দর্শনায় মুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষে জনসতেনতা মুলোক উঠান বৈঠক

দর্শনা পৌর এলাকায় মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, নারী নিযার্তন, ইভটিজিং ও আত্মহত্যা প্রবনতা প্রতিরোধ ও বাল্যবিবাহ মুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষে জনসতেনতা মুলোক উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বিকাল ৪টায় দর্শনা থানার ২নং বিট পুলিশিং আয়োজনে পৌর এলাকার পরাণপুর সরকারী স্কুল মাঠে বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি নিরাপদ সমাজ গড়িচ্ছি প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে গ্রামবাসীর সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দর্শনা পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ড আ.লীগের সভাপতি সোলায়মান হোসেনের সভাপত্বিতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ এএইচএম লুৎফুল কবীর। তিনি এলাকার জন সাধারণের সেবা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, মাদক, সন্ত্রাস,জঙ্গিবাদ, নারী নিযার্তন, ইভটিজিং ও আত্মহত্যা প্রবনতা প্রতিরোধ ও বাল্যবিবাহ মুক্ত সমাজ করতে আমিসহ আমার পুলিশ বাহিনী কাজ করে যাচ্ছে। সেই সাথে গ্রামবাসী যদি আমাদের সহযোগিতা করেন, তাহলে দ্রুত সমাজ থেকে মাদক ও সন্ত্রাসসহ সকল অপকর্ম দুর হবে।

এছাড়া উপস্থিত সকলকে তাদের ছেলে-মেয়েদের নৈতিক শিক্ষা দিয়ে মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তুলার পরামর্শ দেন এবং তিনি আরো বলেন, মেয়ে সংসারের বোঝা নয় তাদের লেখাপড়া করিয়ে সম্পদ করে গড়ে তুলতে হবে। এছাড়া অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইন্সেপেক্টর অপারেশন নিরব হোসেন, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি আওয়াল হোসেন, স্কুলের প্রধান শিক্ষক কামরুল হাসান হিরো, ৫নং ওয়ার্ড আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক ফরজে আলী। এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন, আলতাফ হোসেন মন্ডল, আবু বক্কর, শাহজুল ইসলাম ও আব্দুল ওয়াদুদ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন দর্শনা থানার তদন্ত কর্মকতার্ আহম্মেদ আলী।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হৃদরোগ আক্রান্ত, হাসপাতালে ভর্তি

মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সদস্য এ্যাড. আব্দুস সালাম হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।